● কাঠামো

কাঠামোর ধারণাও তুলনামূলক রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন একটি ছন্দ বা PATTERN গড়ে ওঠে তখন তাকে কাঠামো বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি ন্যায়ালয়ে বিচারপতি, জুরি, বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবী, সাক্ষী, ইত্যাদির মধ্যে যে সম্পর্ক বা মিথষ্ক্রিয়া, সেটি একটি কাঠামো যা ন্যায়-সম্পর্কিত উপ-ব্যবস্থার মধ্যে সংগঠিত হয়। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, সমগ্র কার্যপ্রক্রিয়া কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয় না; কেবলমাত্র সেই প্রক্রিয়াই অন্তর্ভুক্ত হয় যা কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি একই সাথে অনেকগুলি ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ভূমিকা বা roles প্রসঙ্গে অ্যামণ্ড ও পাওয়েল বলেছেন যে, পদ বা office-এর বদলে ভূমিকা বা role এবং প্রতিষ্ঠান বা institution এর বদলে কাঠামো বা structure শব্দ ব্যবহার করার কারণ হল এই যে, এর মাধ্যমে রাজনীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের প্রকৃত আচরণ আলোচনা করা সম্ভব এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত কার্য আলোচনা করা হয়।

● রাজনৈতিক সংস্কৃতি

যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে জানতে তার মূলগত ঝোঁক বা প্রবণতা জানা দরকার এবং একই সাথে তার প্রকৃত কার্য সম্পাদন একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে জানা দরকার। এই প্রবণতা বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক ধারাকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। সমগ্র জনসংখ্যার বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ভঙ্গী, দক্ষতা এবং জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা এবং ছন্দ নিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত। জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের যেমন, বিভিন্ন জনজাতি বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ও অনেকক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র যে মূল্যবোধ ও প্রবণতা তাকে উপ-সংস্কৃতি বলা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে কাঠামো ও ভূমিকার পর্যালোচনা যেমন প্রয়োজন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পর্যালোচনার বিশ্লেষণও তেমনই জরুরী।

● রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

Scanned with CamScanner

২৫ অধ্যায়

রাজনীতিক সংস্কৃতি ঃ রাজনীতিক সামাজিকীকরণ
[Political Culture : Political Socialisation]

।। অধ্যায়সূচী ঃ ① ভূমিকা ② রাজনীতিক সংস্কৃতির ধারণা ③ রাজনীতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব ④ রাজনীতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিন্যাস ⑤ রাজনীতিক সংস্কৃতির ভিত্তিসমূহ ⑥ রাজনীতিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহ—বলের ধারণা ⑦ প্রতীক ও রাজনীতিক সংস্কৃতি ⑧ রাজনীতিক সংস্কৃতির বিকাশসাধন ⑨ রাজনীতিক সামাজিকী-করণ ⑩ রাজনীতিক সামাজিকীকরণের ধারণা ⑪ রাজনীতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ ⑫ রাজনীতিক সামাজিকীকরণের মুখ্য মাধ্যমসমূহ।।

২৫.১. ভূমিকা (Introduction)

যে-কোন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান রাজনীতিক কাঠামো ও কার্যাবলীর ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব এবং মূল্যবোধও পৃথক প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রতি কেউ নিঃশর্তে আনুগত্য জ্ঞাপন করেন, আবার কেউ কেউ তার আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী। সামগ্রিক বিচারে এই দু'ধরনের প্রবণতার অস্তিত্ব সত্ত্বেও রাজনীতিক তত্ত্বের আলোচনায় রাজনীতিক স্থিতিশীলতা সুসংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ কথা সাধারণভাবে সত্য। সাবেকী রাজনীতিক তত্ত্বেও সমকালীন রাজনীতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি দেশবাসীর সমর্থন সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের রাজনীতিক চিন্তায় কোন সুনির্দিষ্ট ও পৃথক উদ্যোগ দেখা যায় না। কিন্তু বর্তমানে 'রাজনীতিক সংস্কৃতি'-র ধারণার মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার কোন বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই রাজনীতিক সংস্কৃতির আলোচনা রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন রাজনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনার স্বার্থে 'রাজনীতিক সংস্কৃতি' কথাটির ব্যবহার শুরু হয়। এবং এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম অ্যালমন্ডের নামই উল্লেখযোগ্য। *The Civic Culture* শীর্ষক গ্রন্থে অ্যালমন্ড ও ভার্বা (G. A. Almond and S. Verba) রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and G. B. Powell)-এর *Comparative Politics* গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৫.২. রাজনীতিক সংস্কৃতির ধারণা (The Concept of Political Culture)

রাজনীতিক বিষয়ে মূল্যবোধ বা মাত্রাবোধের প্রতীক হিসাবে রাজনীতিক সংস্কৃতি প্রতিপন্ন হয়। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার সদস্যদের এক ধরনের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিবর্গের এই সমস্ত আবেগ-অনুভূতির সমন্বয়ই রাজনীতিক সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত। প্রত্যেক দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় দেশবাসীর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু প্রবণতা, অনুভূতি এবং মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক মাত্রাবোধ বর্তমান থাকে। রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তিমানুষের এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা অনুভূতি ও প্রবণতার এক সমন্বিত রূপকেই বলে রাজনীতিক সংস্কৃতি। কোন দেশের মূল রাজনীতিক মূল্যবোধের প্রতীক হল এই রাজনীতিক সংস্কৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতিক সংস্কৃতি হল কোন দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীর একটি ভাবগত ধারণা, মানসিক অনুভূতি, একটি বিশেষ মনোবৃত্তি।

রাজনীতিক সংস্কৃতি কাকে বলে?

Scanned with CamScanner

ব্যক্তি মানুষ জন্মলাভ করেই রাজনীতিক সংস্কৃতির অধিকারী হয় না। অর্থাৎ রাজনীতিক সংস্কৃতি জন্মসূত্রে লব্ধ বিষয় নয়। ব্যক্তির মধ্যে রাজনীতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় রাজনীতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। যে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এবং যে রাজনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তি বড় হয়, সেই সমাজ ও রাজনীতিক ব্যবস্থা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করে এক বিশেষ রাজনীতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত রাজনীতিক দল, অন্যান্য রাজনীতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও তার কার্যাবলী প্রভৃতির সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ সাধিত হয়। এইভাবে বিদ্যমান সমাজ ও রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রতীক ও মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তি ক্রমশ সংযুক্ত ও একাত্ম হয়। ব্যক্তি-মানুষের জীবনজুড়ে এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এবং এইভাবে ব্যক্তির মধ্যে রাজনীতিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। রাজনীতিক সংস্কৃতির মূল নিহিত থাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে। বস্তুত রাজনীতিক সংস্কৃতি বলতে ব্যক্তিবর্গের এক অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্বাসকে বোঝায়। এই অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তিবর্গের রাজনীতিক মূল্যবোধ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতীক প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং রাজনীতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে রাজনীতিক ব্যবস্থা তথা জনজীবনের ইতিহাস এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের ভিত্তিতে। রাজনীতিক সংস্কৃতি বলতে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে মূল্যবোধ, মনোভাব, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায় তা অব্যক্তভাবেও গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকতে পারে। অর্থাৎ রাজনীতিক সংস্কৃতি সব সময় সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে নাও পরিলক্ষিত হতে পারে।

রাজনীতিক সংস্কৃতি জন্মসূত্রে লব্ধ নয়

বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন মনোভাব ও মূল্যবোধের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিক কাঠামো ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধগত পার্থক্য সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই বর্তমান। কেউ কেউ সমকালীন রাজনীতিক কাঠামো ও কার্যাবলীকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেন। অনেকে আবার বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা রাজনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন। আবার এমন মানুষ আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজনীতিক বিষয়াদিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। তেমনি আবার আর এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়, যাঁদের মধ্যে রাজনীতিক বিষয়ে সচেতনতা আছে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আগ্রহ নেই। তবে সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, যে-কোন দেশের রাজনীতিক সংস্কৃতির মধ্যে সমকালীন রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সহায়ক বা বিরোধী ধারা বহমান থাকে। তবে রাজনীতিক সংস্কৃতি বলতে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুকূল বা প্রতিকূল সকল মনোভাব, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রভৃতির সমন্বিত প্রকাশকে বোঝায়।

বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত সকল মনোভাবের সমন্বয়

বস্তুত রাজনীতিক ব্যবস্থা এবং রাজনীতিক সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ওতপ্রোত। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা এবং তার মৌলিক কাঠামো ও কার্যপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার কাঠামো, কার্যাবলী প্রসঙ্গে জনগণের মধ্যে মতানৈক্য সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক ব্যবস্থাকে প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে। তার ফলে সেই রাজনীতিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অধ্যাপক অ্যালান বল তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "Where this consensus is weak, there is greater likelihood of the political system being challenged by disorder or even revolution." এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল আরও বলেছেন : "The consensus may exit of the goals of society as well as the means of reaching those goals, such as working through the existing political structures instead attempting to violently overthrow them."

রাজনীতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক

অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan R. Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বলের মতানুসারে 'রাজনীতিক সংস্কৃতি' গঠিত হয় রাজনীতিক ব্যবস্থা এবং রাজনীতিক বিষয়াদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন মনোভাব, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ও মূল্যবোধকে নিয়ে। তিনি বলেছেন : "A political culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relate to the political system and political issues." বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর

অধ্যাপক বলের সংজ্ঞা

Scanned with CamScanner

মধ্যে এই সমস্ত মনোভাব নিহিত থাকে। তবে ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী সব সময় সচেতনভাবে এই সমস্ত মনোভাব পোষণ করে, তা নাও হতে পারে। আবার রাজনীতিক সংস্কৃতির এই সমস্ত উপাদানকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করাও সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতিক সংস্কৃতির ভিত্তি সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়। অধ্যাপক বল বলেছেন ঃ "...an awareness of the basis of the political culture will allow a more detailed picture of the political system to emerge." কেবলমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাজনীতিক সমস্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিশদ্‌ভাবে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

Comparative Politics শীর্ষক গ্রন্থে অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and G. B. Powell) রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই দুই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিমত অনুসারে রাজনীতিক সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে। এই সমস্ত বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে বাছাই করা যায়। এবং কতকাংশে এদের পরিমাপও করা যেতে পারে। এই কারণে রাজনীতিক সংস্কৃতিকে বলা হয় ব্যাখ্যামূলক বিষয়ের অবশিষ্টাংশ। অ্যালমন্ড ও পাওয়েলের অভিমত অনুসারে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিই হল রাজনীতিক সংস্কৃতি। তাঁরা বলেছেন ঃ "Political culture is the pattern of individual attitudes and orientations toward politics among the members of a political system."

অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল

Aspects of Political Development শীর্ষক গ্রন্থে লুসিয়ান পাই (L. W. Pye) রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণ সংস্কৃতির এবং রাজনীতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনীতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। যে-কোন দেশের রাজনীতিক সংস্কৃতির উৎস সেই দেশের রাজনীতিক ঘটনাসমূহ এবং দেশবাসীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্তমান থাকে। রাজনীতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক ব্যবস্থার সদস্যবর্গের ব্যক্তিগত জীবনের যৌথ ইতিহাসের সমন্বয়ের ভিত্তিতে। লুসিয়ান পাই-এর মতানুসারে রাজনীতিক সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি মনোভাব, বিশ্বাস ও মানসিক অনুভূতির সমষ্টিকে বোঝায় ("A political culture is the set of attitudes, beliefs, sentiments....")। রাজনীতিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এর মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। আবার যে সমস্ত অনুমান ও বিধি-নিয়মের দ্বারা রাজনীতিক ব্যবস্থায় আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাও এর থেকেই উৎসারিত হয়। রাজনীতিক আদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি রাজনীতিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত থাকে। পাই বলেছেন ঃ "It encompasses both the political ideals and the operating norms of a polity." তাঁর মতে রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত মাত্রাবোধের এক সমন্বিত অভিব্যক্তি হল রাজনীতিক সংস্কৃতি। তিনি বলেছেন ঃ "Political culture is thus the manifestation in aggregate form of the psychological and subjective dimensions of politics."

লুসিয়ান পাই

রাজনীতিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহ

Scanned with CamScanner

২৫.৪. রাজনীতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Political Culture)

প্রচলিত রাজনীতিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক সংস্কৃতির শ্রেণী-বিভাজন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan R. Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে রাজনীতিক সংস্কৃতির শ্রেণী-বিভাজনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এই বিষয়গুলি হল : সমাজের সদস্যরা রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেন কি-না, সরকারী কাজকর্ম থেকে তাঁরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আশা করেন কি-না, সরকারের কার্যাবলীর ব্যাপারে জনসাধারণের অবগতির মাত্রা ও প্রকৃতি, সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে জনগণের আগ্রহ প্রভৃতি। অধ্যাপক বল বলেছেন : "Political cultures can be classified according to whether members of society take an active role in the political process and expect benefits from governmental activity, or whether there is a passive relationship in which individuals know very little about government activity, and do not expect to share in the decision making process."

অধ্যাপক অ্যালান বল

The Civic Culture শীর্ষক গ্রন্থে অ্যালমন্ড ও ভার্বা (Almond and Varba) বিভিন্ন রাজনীতিক সংস্কৃতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন শ্রেণীর রাজনীতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন। এই তিন শ্রেণীর রাজনীতিক সংস্কৃতি হল : (১) সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture), (২) অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিক সংস্কৃতি (Participatory Political Culture) এবং (৩) নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture)।

(১) সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture) : সাধারণত অনুন্নত দেশগুলিতে এবং সনাতন সমাজব্যবস্থায় রাজনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চেতনা ও আগ্রহের অভাব বা ব্যাপক উদাসীনতা দেখা যায়। রাজনীতিক জীবনধারা এবং জাতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দেশবাসীর প্রবল অনীহার কারণে সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের রাজনীতিক সংস্কৃতিতে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজনীতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতাসম্ভূত ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। ডেভিস ও

Scanned with CamScanner

লুইস (Davis and Lewis) এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "It exists in simple traditional societies in which there is very little specialisation and where actors fulfil a combination of political economic and religious roles simultaneously." সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতিক সংস্কৃতিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রসঙ্গেও সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতিক সংস্কৃতির অবসানের জন্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং রাজনীতিক যোগাযোগের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে এশিয়া ও আফ্রিকা এই দুটি মহাদেশে এখনও অনেক অনুন্নত অঞ্চল আছে। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষভাবে অনগ্রসর। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অনীহা অনস্বীকার্য।

(২) অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিক সংস্কৃতি (Participatory Political Culture) : অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিক সংস্কৃতিতে প্রত্যেক নাগরিক রাজনীতিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ব্যক্তিমাত্রেই নিজেকে দেশের বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে বিবেচনা করে। প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও মূল্যায়ন এ ধরনের রাজনীতিক সংস্কৃতিতে অত্যন্ত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ব্যক্তিমাত্রেই তার অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কে সতত সচেতন থাকে। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিক সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি হিসাবে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার সমালোচনা ও মূল্যায়নের কথা বলা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ডেভিস ও লুইস (Davis and Lewis) বলেছেন : "Evaluation and criticism of the system exist at all levels, and it is generally accepted as discernible that political activity should be under the close scrutiny of individuals and groups within society." তবে এ ধরনের রাজনীতিক সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব অনুকূল হতে পারে, আবার প্রতিকূলও হতে পারে। অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণের ব্যাপারে সক্রিয় হতে পারে, আবার অনুরূপভাবে আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারে।

(৩) নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture) : নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতিতে রাজনীতিক বিষয়াদিতে জনগণের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং তাদের জীবনধারার উপর রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণ সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। রাজনীতিক জীবন সম্পর্কে উৎসাহের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এখানে ব্যক্তিবর্গ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা করে না। বরং সরকারের অধিকাংশ সিদ্ধান্তকেই বিনা প্রতিরোধে কর্তৃত্বসম্পন্ন বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ বা উৎসাহ জনগণের মধ্যে দেখা যায় না। রাজনীতিক বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে এই প্রবণতার জন্য এ ধরনের রাজনীতিক সংস্কৃতিকে নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতি বলে। এ ধরনের রাজনীতিক সংস্কৃতিতে জনগণ 'উপকরণ-কাঠামো' (Input-structure)-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দরকার আছে বলে মনে করে না। উপকরণ-কাঠামো ও ব্যক্তিগত ভূমিকা সম্পর্কে ব্যক্তিবর্গ সাধারণত উদাসীন থাকে। কিন্তু আইন, সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি 'উপপাদ-কাঠামো' (Output structure) সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) বলেছেন : "It (Subject Political Culture) exists where there is a high frequency of orientation to the system as a whole and to its specifically output aspects."

রাজনীতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কিত উপরিউক্ত তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও এ কথা বলা দরকার যে-কোন দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই কোন বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতিক সংস্কৃতি বিশুদ্ধভাবে বর্তমান থাকে না। প্রত্যেক রাজনীতিক সংস্কৃতিই হল আসলে মিশ্র সংস্কৃতি। সমজাতীয় রাজনীতিক সংস্কৃতি কোন রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই দেখা যায় না। অধ্যাপক বল (Alan R. Ball)-এর অভিমত অনুসারে অধিকাংশ সমাজব্যবস্থাতেই রাজনীতিক সংস্কৃতি হল মিশ্র প্রকৃতির। তিনি বলেছেন : "In most societies they will be found in mixed form, and the degree of emphasis the particular values and attitudes receive will provide the key to the overall cultural pattern." বস্তুত রাজনীতিক সংস্কৃতির ব্যবহারিক রূপই হল মিশ্র সংস্কৃতি। বার্গহর্ণ (F. C. Barghoorn) প্রণীত *Politics in the USSR* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে অধ্যাপক বল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতিক সংস্কৃতিকে অংশগ্রহণকারী নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতি (participatory-subject political culture) বলে। এখানে এটাই স্বাভাবিক যে নাগরিকরা দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করবে, সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন হবে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী

অ্যালান বলের ব্যাখ্যা

Scanned with CamScanner

গোষ্ঠীসমূহে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্যোগী হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও শাসনকারী কর্তাব্যক্তিরা শাসিতদের কাছ থেকে আনুগত্য আশা করেন এবং সরকারী নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচার-আচরণ আশা করেন।

বাস্তবে বিশ্বের সকল দেশের রাজনীতিকসংস্কৃতিই হল মিশ্র প্রকৃতির। সংকীর্ণতাবাদী, অংশগ্রহণমূলক এবং নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক সংস্কৃতির মিশ্র প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যালমন্ডের অভিমত অনুসারে নাগরিক সংস্কৃতি (Civic culture) গঠিত হয় রাজনীতিক সংস্কৃতির বিশুদ্ধ তিনটি শ্রেণীর সংমিশ্রণের মাধ্যমে। অ্যালমন্ড তিন ধরনের মিশ্র রাজনীতিক সংস্কৃতির কথা বলেছেন। মিশ্র রাজনীতিক সংস্কৃতির এই তিনটি ধরন হল : সংকীর্ণতাবাদী-নিষ্ক্রিয় রাজনীতিক সংস্কৃতি (Parochial Subject Political Culture), (২) নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিক সংস্কৃতি (Subject-Participatory Political Culture) এবং (৩) সংকীর্ণতাবাদী অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিক সংস্কৃতি (Parochial Participatory Political Culture)।

তিন ধরনের মিশ্র রাজনীতিক সংস্কৃতি

Comparative Politics শীর্ষক গ্রন্থে অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and G. B. Powell) সাবেকী সমাজে এবং আধুনিক সমাজে রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাবেকী এবং আধুনিক সমাজে রাজনীতিক সংস্কৃতি পৃথক প্রকৃতির হয়ে থাকে। সাবেকী সমাজে ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিক। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারিত হয় জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মর্যাদার ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মেধা বা গুণগত যোগ্যতার গুরুত্ব অস্বীকৃত। রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং আনুষ্ঠানিক নয় এমন সংযোগ সাধনের প্রকৃতি ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এখানে মর্যাদা আরোপিত হয়, অর্জিত হয় না। সুনির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক এবং আরোপিত মর্যাদা সাবেকী সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হল যুক্তিবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে প্রাসঙ্গিক ও আনুষ্ঠানিক ভূমিকার মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে এমন কথা বলা যায় না যে, এখানে আনুষ্ঠানিক নয়, এমন পদ্ধতি বা আরোপিত মর্যাদা একেবারে অনুপস্থিত। আধুনিক সমাজেও অ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও আরোপিত মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। তবে সাবেকী ও আধুনিক নির্বিশেষে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই মিশ্র প্রকৃতির রাজনীতিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল (Alan R. Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন : "The British political culture is a mixture of tradition and modernity." তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : "...it is a political culture of hierarchical traditional values interspersed with more recent liberal democratic and collectivist values."

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল

লুসিয়ান পাই (L. W. Pye) তাঁর *Aspects of Political Development* শীর্ষক গ্রন্থে সাবেকী ও উত্তরণশীল সমাজে রাজনীতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে সাবেকী সমাজে বিভিন্ন অংশে রাজনীতিক সংস্কৃতি বিভক্ত থাকে। কারণ সাবেকী সমাজে রাজনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কে সকলে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বা মনোভাবাপন্ন নয়। অর্থাৎ রাজনীতিক সংস্কৃতির অখণ্ড চরিত্র সাবেকী সমাজে অনুপস্থিত। সাবেকী সমাজে ব্যক্তিবর্গের অস্থিতিশীল ও বৈচিত্র্যযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের ভিত্তিতে রাজনীতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এখানে ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সমাজের সাধারণ সমস্যার অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। নাগরিকদের রাজনীতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের পিছনে বহু ও বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য কাজ করে। প্রাধান্যকারী কোন রাজনীতিক সংস্কৃতিও এখানে অনুপস্থিত। সাবেকী ও উত্তরণশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য হল আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশ, শিক্ষার ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, পশ্চাদ্‌পদ, শিল্প-প্রযুক্তি প্রভৃতি। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে সাবেকী ও উত্তরণশীল সমাজে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ, সম্প্রদায়, অঞ্চল প্রভৃতি বিচার-বিবেচনার মধ্যেই ব্যক্তির আনুগত্যের বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে বৃহত্তর রাজনীতিক স্বার্থ ও সার্বজনীন রাজনীতিক কাজকর্ম সম্পর্কিত আচার-আচরণ বা বিধি-ব্যবস্থা বিকশিত হয় না। এ ধরনের সমাজে গোষ্ঠীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, অঞ্চলগত ও ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবকে প্রভাবিত করে। লুসিয়ান পাই-এর মতানুসারে স্থিতিশীল রাজনীতিক ব্যবস্থায় অন্য চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে বৃহত্তর স্বার্থ ও সার্বজনীন রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সংযুক্ত থাকে। স্থিতিশীল রাজনীতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রাজনীতিক কার্যাবলী প্রসঙ্গে সাধারণভাবে সহমতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এবং এই কারণে অপেক্ষাকৃত সমজাতীয় রাজনীতিক সংস্কৃতি হল স্থিতিশীল রাজনীতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

লুসিয়ান পাই

Scanned with CamScanner

foreign symbols such as foreign embassies."

২৫.৮. রাজনীতিক সংস্কৃতির বিকাশসাধন (Development of a Political Culture)

সমকালীন সমাজব্যবস্থার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক সংস্কৃতি নির্ধারিত হয়। সমাজব্যবস্থার চেহারা-চরিত্রের উপর বিবিধ উপাদানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তবে আর্থনীতিক ব্যবস্থার দ্বারা সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যে সকল উপাদানের ভিত্তিতে রাজনীতিক সংস্কৃতি গঠিত হয় সেগুলি স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। এই কারণে রাজনীতিক সংস্কৃতিও স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan R. Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে কোন রাজনীতিক সংস্কৃতি নির্দিষ্ট কোন পর্যায়ে একেবারে স্থিতিশীল থাকে না। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা

রাজনীতিক সংস্কৃতি স্থিতিশীল নয়

Scanned with CamScanner

সঞ্জাত নতুন মতাদর্শের প্রভাবে বা বিদেশি নতুন মতাদর্শের প্রভাবে রাজনীতিক সংস্কৃতি প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রবণতার প্রভাবকে রাজনীতিক সংস্কৃতি উপেক্ষা করতে পারে না। অধ্যাপক বল বলেছেন ঃ "A political culture is not static but will respond to new ideas generated from within the political system or imported or imposed from outside." এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে জাপানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগত শতবর্ষ ধরে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের প্রভাবের ফলে জাপানে ব্যাপক ও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলে জাপানে রাজনীতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

The Government of Japan শীর্ষক গ্রন্থে বার্কস (A. W. Burks) এবং *A History of Modern Japan* শীর্ষক গ্রন্থে স্টোরি (R. Storry)-র বক্তব্য অনুসরণ করে অধ্যাপক বল জাপানের উদাহরণটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সমীক্ষকের মন্তব্য অধ্যাপক বল উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "Modern Japan has inherited a remarkably integrated ethos which, despite rapid changes, has always provide a source of stability." পূর্বতন রাজনীতিক সংস্কৃতির কিছু সাবেকী বৈশিষ্ট্য এবং পরিবর্তিত সংস্কৃতির কিছু আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এক নতুন রাজনীতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি সম্ভব। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতিক সংস্কৃতির কথা বলা যায়। ব্রিটেনের বর্তমান রাজনীতিক সংস্কৃতিতে সাবেকী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে একেবারে অস্বীকার না করে আধুনিক জীবনধারার উপাদানসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার আভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বতন রাজনীতিক সংস্কৃতির অবসান এবং নতুন এক রাজনীতিক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তর-পর্বে রাশিয়া ও চীনের রাজনীতিক সংস্কৃতির কথা বলা যায়।

রাজনীতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন সর্বত্র এক রকম নয়

একটি দেশ বা জাতির রাজনীতিক জীবনের মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়ন ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের কথা বলা হয় যেগুলি রাজনীতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করে এবং বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় নানা রকম চাপ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বহির্দেশীয়দের বসবাসের জন্য ব্যাপক হারে আগমন, যুদ্ধ, বড় কোন যুদ্ধে পরাজয়, বিপ্লব প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ঘটনা বা বিষয় রাজনীতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধন করে। অধ্যাপক বল বলেছেন ঃ "Industrialisation is an important factor in changing values and attitudes. Rapid influxes of immigrants, war and especially defeat in a major war, revolution, all may provoke changes in political values and beliefs, with subsequent strains on the political system." যুদ্ধোত্তর পর্বে বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত রাষ্ট্রের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার মতাদর্শ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেছে। এই সমস্ত মহাদেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলিকে আর্থনীতিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন রাজনীতিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস চালান করার চেষ্টা করছে। তার ফলে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির রাজনীতিক সংস্কৃতিতে মার্কিনী প্রভাব অল্পবিস্তর পরিবর্তন কায়েম করেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বল মন্তব্য করেছেন ঃ "This sense of mission to extend American values to less fortunate nations was readily amenable to an anti-communist crusade, espicially after 1945...."

রাজনীতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ

অধ্যাপক বলের আরও অভিমত হল যে বর্তমান রাজনীতিক সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। অধ্যাপক বল বলেছেন ঃ "The stability of a political system is underlined by the relative success or failure of the assimilation of new attitudes into the existing value structure...."

রাজনীতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্ক

Scanned with CamScanner